REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২রা ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 15th February 1928. | ৩৬শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵৹ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩৪ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না, অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥৹
" " ছোট শিশি ১৷৵৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন শীত ও বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

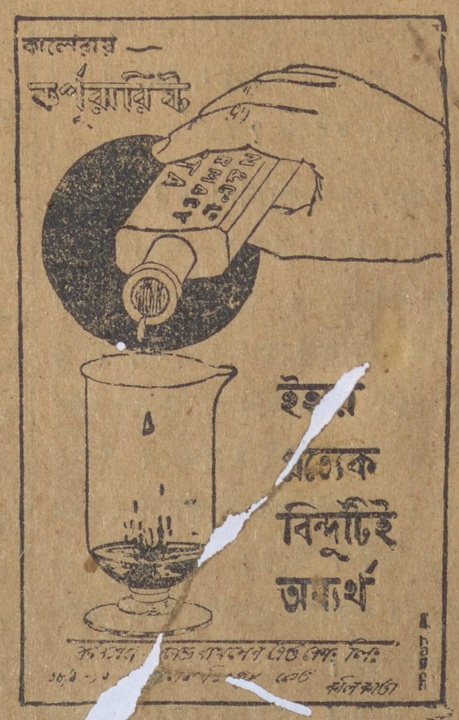

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

ক...রারিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট ... না মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ ...গেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
...১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যা...জিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২রা ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৪ সাল।

দেশের অবস্থা।

—•—

দেশের একদিকে দারুণ অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আর একদিকে নানা ব্যাধি পীড়া। খাইবার পরিবার অভাবে দেশের অগণিত জনসঙ্ঘ যতই হাহাকার করিয়া মরিতেছে নানা ব্যাধি পীড়াও সময় সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের ততই পাইয়া বসিতেছে। দেশের লোকেরা কি করিয়া দিন চলিবে সেই ভাবনায় অস্থির তাহার উপর ব্যাধি পীড়ায় তাহাদের কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ, জীবনের উপর অনুরাগ একেবারে লোপ করিয়া দিতেছে। জীবনে আনন্দের আস্বাদ যে এতটুকু পায় না জীবন তাহার পক্ষে ক্রমেই দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়ায়। এই দুর্ব্বহ জীবনের ভার লইয়া দেশবাসী স্বপ্নাবিষ্ট প্রাণ-হীনের মত লক্ষহারা হইয়া জব-থুব ভাবে যেন মরণের প্রতীক্ষায়ই গুমরিয়া মরিতেছে

উচ্চ উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বকথা, রাজনৈতিক অধিকার অনধিকারের কথা—নানা শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা দেশের শতকরা ৯৯ জন অধিবাসীর প্রাণেই প্রবেশ করিতে পারে না। নিজের পেটের ভাবনায় যাহারা সতত অস্থির বিব্রত, চোখের উপর যে নিত্য পরিবার পরিজনের অন্নাভাবে শীর্ণ তনু দেখিতেছে, ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া প্রাণসম পুত্রকন্যাগণ যাহাদের চক্ষুর সম্মুখে ব্যাধি পীড়ার অসহনীয় জ্বালায় ভুগিয়া ভুগিয়া প্রাণ দিতেছে তত্ত্ব কথায় কাণ বা প্রাণ দিবার সামর্থ্য তাহাদের আসিবে কোথা হইতে ?

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই দেশের আজ প্রধান প্রাণান্তকর অভাব—খাদ্যাভাব। পেটের ভাত পরিধানের বস্ত্র ইহা যাহার আছে সে ইহার মূল্য বুঝিতে পারে না, কিন্তু যে হতভাগ্য এই অতি সামান্য জিনিস হইতেও ভাগ্যগুণে বঞ্চিত সেই জানে যে ইহার মূল্য কতখানি। ইহার অভাবে জীবন কেমন তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। পেটে অন্ন না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব একটা তীব্র উপহাসের মত মনে হয়।

অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার যেথায় মুক্ত, প্রকৃতি যেথায় হাসিয়া হাসিয়া সোণার মত শস্যরাশি ঢালিয়া দিতেছেন, সে দেশের সন্তানেরা আজ অন্নাভাবে মরণ-দশাগ্রস্ত কেন ?

এই অবস্থায়ও—দেশের এই মরণ দশা চোখের উপর দেখিয়াও কোন কোন দেশপ্রেমিক স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিয়া থাকেন এ দেশ নাকি ক্রমেই ধনশালী হইতেছে। যিনি এ কথা বলেন দেশের জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে অপরিসীম তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি আছে ! তবে দেশের শিল্প বাণিজ্য যাঁহাদের হাতে আছে সেই জনাকত লোক ও দেশের মোটা টাকা মাসে মাসে গুণিয়া লইয়া যাঁহারা দেশের শাসন ব্যাপারে উচ্চপদস্থ হইয়া আছেন তাঁহারা অসম্ভব অর্থ পাইতেছেন বটে। দেশের জনসঙ্ঘ মরিয়া ইহাদের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছে বটে—কিন্তু যে জনসঙ্ঘ পেষণে এই অর্থের আগম তাহারা মরিয়া গেলে আর এ সুখ-সাচ্ছন্দ্য আসিবে কোথা হইতে !

গৃহদাহ ও মনুষ্যত্ব।

—•—

জেমোর বাজারের ষষ্ঠীতলার মধুসূদন দের গৃহে কে বা কাহারা আগুন লাগাইয়া দেয়। একসঙ্গে দুই স্থানে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায় অল্পক্ষণ মধ্যে বহ্নিদেব লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া মধুর এবং পূর্ণ দত্তের বাটীর সমস্ত ঘরগুলি ভস্মসাৎ করিয়া দিয়াছে।

মধুর বৃদ্ধ অন্ধ পিতা নিমাইচন্দ্র দে একখানি ঘরে শুইয়াছিল। সে যে ঘর হইতে বাহিরে আসিতে পারে নাই, প্রথমতঃ কেহই তাহা ভাবে নাই। পরে যখন বাহিরে খোঁজ করিয়া তাহাকে পাওয়া যায় নাই তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে সে ঘরের মধ্যেই আছে। তখন সেই ঘরখানি জ্বলিতেছে। চারিদিকে আগুন। সে ঘরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। নিমাইয়ের দৌহিত্র যতীন সেই আগুনের মধ্য দিয়া যাইয়া বৃদ্ধকে বাহির করিবার চেষ্টা করে। তাহার দুই পা পুড়িয়া গিয়াছে। কিছুদূর যাইয়াই সে জ্বালায় অস্থির হইয়া পিছাইয়া আসিয়া চীৎকার করিতে থাকে, কে সে অনলগর্ভে প্রবেশ করিবে ? সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ চৌধুরী বৃদ্ধকে বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারিল না। তখন অনেকে গৃহের প্রবেশ পথের আগুনে জল দিতে লাগিল। আর জেমোর বাজারের সন্ন্যাসী ঘোষের পুত্র বীর বালক শ্রীমান্ রমণীমোহন ঘোষ ওরফে পচা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শত লোকের নিষেধ বাক্য উপেক্ষা করতঃ সেই অনলকুণ্ডের মধ্য দিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃদ্ধকে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিল। রমণীর মুখে তখন যে আনন্দে উচ্ছ্বাস দেখিয়াছি তাহা অপার্থিব। তাহার দেহের অনেক স্থান পুড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার দৃক্‌পাত ছিল না। বৃদ্ধ বাঁচাইতে পারিয়াছে, এই আনন্দে সে তখন নিজের সকল বেদনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধের শরীরের বহুস্থান পুড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক শুশ্রূষা দ্বারা বৃদ্ধ অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। তাহার জীবনের আশা করা যাইতেছে। আমরা রমণীর এই নিঃস্বার্থ অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবি করুন।

"কান্দীবান্ধব"

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১৫ই মার্চ্চ ১৯২৮।

—•—

৪২১ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিং দেং সর মণ্ডল দিং নাবালক পক্ষে কোর্ট গার্জ্জেন কোবাদালি খাঁ দাবি ১৪৸১০ পং সুলতানউজিয়ান মৌজে বংশবাটী ১৸১ কাত ৸৵২ আঃ ১০৲

৪৮২ খাং ডিঃ হীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং সাখুয়াত সেখ দিং দাবি ১৮৸১৫ পং সুলতানউজিয়ান মৌজে নয়াগ্রাম ৯॥২ কাত ৫৵০ আঃ ২০৲

৫৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং প্রেমলাল মণ্ডল দাবি ১৫॥১৫ পং ঐ মৌজে হিলোড়া ছোট পুস্করিণীর জলকর ৸৵০ আঃ ৫৲

৭ রেহাণ ডিঃ কালাচাঁদ সাহা দেং কালু মুচিরাম দাস দাবি ২৫১।০ পং মঙ্গলপুর মৌজে কদমতলা ১/০ কাত ৩৶১৪ জমায় অন্তর্গত ॥০ কাঠা জমি ও তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদি আঃ ১০০৲

৮ রেহাণ ডিঃ মাকবুল সেখ দেং জুম্বন সেখ দিং দাবি ৩৬৮/৩ পং সুলতানউজিয়ান মৌজে হারোয়া ২॥০ কাত ॥৵ আঃ ৩০৲ ২নং লাট পরগণাদি ঐ ৫/২ কাত ২৶ আঃ ১৪০৲

৯ রেহাণ ডিঃ ছকড়ি রজক দেং ফকির মণ্ডল দাবি ৩৪৩৷৵৯ পং মঙ্গলপুর মৌজে ইংলিশ ১/০ কাত ॥৵৩ আঃ ১৫৲ ২নং লাট পং ঐ মৌজে মহেশাইল ॥৪ কাত ॥৮ আঃ ৯৲ ৩নং লাট পং ঐ মৌজে কিঃ মহেশাইল ১/০ কাত ৸৵০ আঃ ১০৲

১০ রেহাণ ডিঃ অধরচন্দ্র সাহা দেং মহীন্দ্র মাঝি দিং দাবি ২৮৯৷৵৬ পং রাজসাহী মৌজে বালিয়াঘাটী ২।০ কাত ১॥৶১১। আঃ ১৪৲ ২নং লাট পরগণাদি ঐ ২/০ কাত ১।৶১০ আঃ ১২৲

২৮ মনি ডিঃ রঘুনাথ চৌধুরী দেং মহিত মণ্ডল দাবি ৪২॥৬ পং জোয়ারবিরাহিমপুর মৌজে কিশোরপুর ।৪ কাত ২।৶৭॥ আঃ ১৲ ২নং লাট পরগণাদি ঐ /৪৸০ কাত ১॥৵০ আঃ ১৲ ৩নংলাট পরগণাদি ঐ ৯/২ কাত ৮॥১৬ আঃ ১৩৲ ৪নং লাট পরগণাদি ঐ ১০/২ কাত ৯৵১০ আঃ ১৫৲

৬০৩ মনি ডিঃ তনসুকদাস শেঠি দিং দেং মুক্তা মণ্ডলানী দাবি ৬৪॥৯ পং কোঙরপ্রতাপ মৌজে মহকুমাবাটী ইস্তাহারের লিখিত সম্পত্তি নিলাম হইবে। আঃ ১৬৲

৬৭৬ স্বত্ব ডিঃ ছোগমল সেরাওগী দেং আবদুল জাব্বার সেখ দাবি ২৭৫৲ পং গনকর মৌজে রামদেবপুর আলি মণ্ডলের টোলা ৩৸১ কাত ৭।০ আঃ ২০৲ তাহাতে ২নং দেন্দারের ৶১০ অংশ নীলাম হইবে। ২নং লাট পং রুকুনপুর মৌজে রামদেবপুর ১৯।৪ কাত ২০॥৶১০ আঃ ৫০৲ ২নং দেন্দারের ৶১০ অংশ নীলাম হইবে। ৩নং লাট পং ঐ মৌজে একবরপুর ২/০ কাত ২৲ আঃ ৫৲ ৪নং লাট পং গনকর মৌজে মুকন্দবাটী ৬।১ কাত ১০৸/০ আঃ ৩০৲ তাহাতে ২নং দেন্দারের ৶১০ অংশ নীলাম হইবে।

———

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।
নিলামের দিন ১৯শে মার্চ্চ ১৯২৮।

—•—

৪৯ খাং ডিঃ কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দেং বাণেশ্বর মাল দিং দাবি ১৮৸০ পং নওয়ানগর মৌজে জাগলাই ১।১ কাত নিজাংশে ২৲১৫ আঃ ১০৲

৫০ খাং ডিঃ ঐ দেং মুক্তকেশী মণ্ডলানী দাবি ১৪৵০ পং নওয়ানগর মৌজে জাগলাই ১।১ কাত ১।০ আঃ ১০৲

৫৩ খাং ডিঃ শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ দেব ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত মদনমোহন দাস গোস্বামী দেং অশ্বিনী হালদার দিং

জঙ্গিপুর সংবাদের

ক্রোড় পত্র।

২রা ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৪, ইংরাজী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮।

যার নুন খায়, তার খুন চায়।

—ঃ০ঃ—

আলিপুরের পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, জগদ্দলের জমিদার বাবু বীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপর একটা মারাত্মক আক্রমণ হইয়াছিল। এরূপ প্রকাশ যে বীরেন্দ্র বাবু জগদ্দলের কোনও কাছারীতে দুইজন গুর্খা শরীর রক্ষক লইয়া তাগিদের জন্য গমন করেন। তিনি যখন ছয় শত টাকা লইয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ ঐ গুর্খা দুইটী তাঁহার উপর কুরক দিয়া আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাঁহার টাকা, গায়ের শাল, আংটি ও ঘড়ি কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। পুলিশ তাহাদের খোঁজ করিতেছে।

সরকারী ইস্তাহার।

—০—

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম—এই সব জেলায় গোরা আই, এম, এস সিভিলসার্জ্জন থাকিবে, আর হাওড়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা রাজসাহী, বগুড়া, নদীয়া এই সব জেলাতে কালা নেটিভ সিভিলসার্জ্জন থাকিবে।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

বেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কস

ট্রেড মার্ক

চাঁদ মার্কা পাচন

পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণু গুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ॥০ আনা।]   [প্রতি শিশি ॥০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

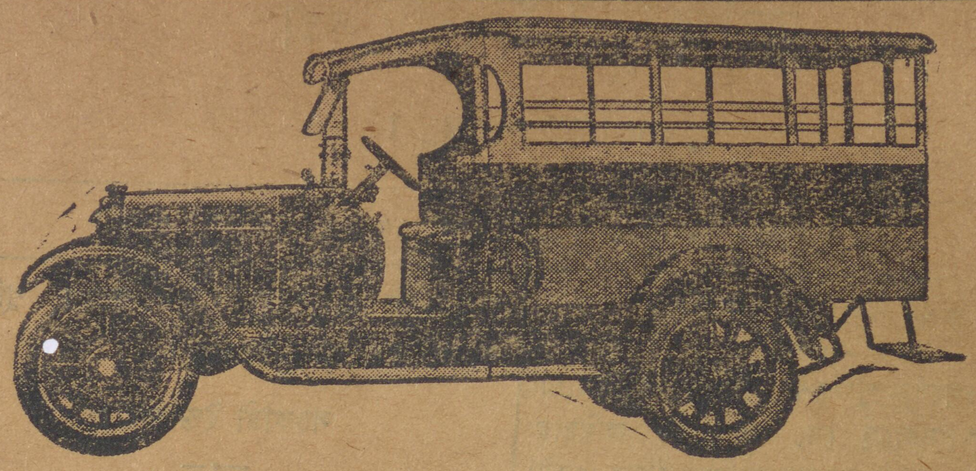

সু-সংবাদ ! সু-সংবাদ ! সু-সংবাদ !

আর ভাবিতেছেন কেন ?

ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে মাল।

অর্থ উপার্জ্জনের চমৎকার উপায়, সামান্য পুঁজিতে লাভবান হইবার অদ্বিতীয় পন্থা, সথ মিটাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার, মোটর বাস, মোটর লরি।

ফোর্ড, চেভরলেট এবং ডজ ব্রাদার্সের যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ধারে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেণ্টস্,
খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

—•—

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দারিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—

মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

মাভৈঃ ! মাভৈঃ !!

কলেরা বিজয়।

ভীষণ কলেরার জন্য ভীত হইবেন না। নিম্ন ঠিকানা হইতে **কলেরা বিজয়** নামক ঔষধটী সংগ্রহ করিয়া রাখুন। নিকটে কলেরা দেখা দিলে বা পাতলা দাস্ত হইলে ব্যবস্থামত ব্যবহার করাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করুন। প্রারম্ভে সেবনে রোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শিশু ও গর্ভিণী নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। বহু পরীক্ষিত বলিয়া প্রতি গৃহে রাখিতে এবং সময়ে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অনুরোধ রক্ষা করিলে অর্থ নষ্ট ও শারীরিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবেন। অলমতি বিস্তরেন। মূল্য মাত্র ।০ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাঃ শ্রীসীতানাথ দাস,
ই, এচ, পি, এণ্ড এচ, পি, পি।
হামরুল, রাজগাঁ, বীরভূম।
ব্র্যাঞ্চ :—রাজগাঁ, বীরভূম

দাবি ৩৫।/৬ পং সাহাবাজপুর মৌজে মোড়গ্রাম ৪/০ কাত ৪৲ আঃ ৮০৲

৯২ খাং ডিঃ শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী দেবী ঠাকুরাণীর সেবাইত মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর দেং নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় দাবি ৬১৲ পং সাহাবাজপুর মৌজে নিজ বোথরা ১২/১॥/ কাত ১২৮৵/১০ আঃ ২০০৲

৯৩ খাং ডিঃ ঐ দেং চন্দ্রকান্ত সিংহ দাবি ১৪৬৮৵৬ পং সাহাবাজপুর মৌজে নিজ বোথরা ১২৮৩ কাত ২৪।/১০ আঃ ২৫০৲

৪০৫ খাং ডিঃ হীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং আলম মণ্ডল দাবি ২০/১০ পং কাকজোল মৌজে নিজ মমরেজপুর ২।৪॥ কাত ১॥৶/১৭॥ আঃ ১৫৲

৫৯৫ খাং ডিঃ ঐ দেং জীবনচন্দ্র মিত্র দাবি ১০॥৵/১০ মৌজে দিঘরী ১১৭ ডেসিমেল কাত ২॥৵/১৬ আঃ ৫৲

৫৯৭ খাং ডিঃ ঐ দেং সাহাস সেখ দিং দাবি ১৫৵৫ মৌজে সেনেড়া ১/১ কাত ১৮/১০ আঃ ৫৲

৫৯৮ খাং ডিঃ ঐ দেং বক্ক মণ্ডল দিং দাবি ৫৯/১৫ মৌজে সিদ্ধিকালী ৯॥৩৮ কাত ১৭॥০ আঃ ৫০৲

৬৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং মহাজম বিশ্বাস দিং দাবি ৩২।০ মৌজে গাজিনগর ৮৬ ডেসিমেল কাত ৫৵/১২ আঃ ২০৲

৫৯১ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং আয়সা বিবি জওজে ধুলু খাঁ দাবি ৩৬॥/৩ মৌজে অনুপনগর ৩১ ডেসিমেল কাত ৪৮৵/০ আঃ ১৫৲

১৪ মর্গেজ ডিঃ জুনাব নাদাপ দেং মহেশচন্দ্র সিংহ দাবি ৮৩৬৮০ পং রাজসাহী মৌজে দিঘরী ৯/৩।০ কাত ৯॥৫ তন্মধ্যে ৮॥৩ বিঘা জমি আঃ ১৫০৲ প্রকাশ থাকে যে এই মোকর্দ্দমায় ডিক্রীদারের নিকট অন্যান্য সম্পত্তি সহ অত্র ইস্তাহারের লিখিত সম্পত্তি ১৩২৩।১০ই আষাঢ় তারিখের রেহেনী তমসুক মূলে রেহাণ আছে।

৪৬১ মনি ডিঃ হরিপদ সাহা দেং নরেন্দ্রনাথ সিংহ দিং দাবি ৬৭৶৩ পং গনকর মৌজে দক্ষিণপাড়া ৩/০ কাত ৬৲ মধ্যে ৫নং মনিমালা দাসীর ⅓ অংশ আঃ ১৫৲ ২নং লাট পং একবরসাহী মৌজে ভুমিহর ৭/০ কাত ৭॥৵০ জমার অন্তর্গত ৩/০ বিঘা জমি মধ্যে ৫নং মনিমালা দাসীর ও ৬নং নরেন্দ্রনাথ সিংহের ⅓ অংশ আঃ ২০৲

৪৮৮ মনি ডিঃ নলিনীমোহন মণ্ডল দিং দেং রামেন্দ্রনাথ দাস নাবালক দিং পক্ষে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গার্জেন গৌরাঙ্গিনী দাস্যা দাবি ৩৭৩৵৬ পং বিজয়পুর মৌজে সাদিয়াপুর ২৫/১ কাত ২৩৲ মধ্যে অর্দ্ধেক ১২॥০॥ বিঘার পরতামত কাত ১১॥০ আঃ ৩০০৲

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—
কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।)

স্পর্দ্ধা না ধৃষ্টতা?

আজকাল পেটেণ্ট ঔষধের নাম শুন্‌লেই লোকে নাক সিঁট্‌কিয়ে থাকেন। পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কারক ও বিক্রেতাগণ নিজের ঢাক নিজে বাজাতে কসুর করেন না। বহুদিন ধ'রে ম্যালেরিয়ার কেন্দ্রস্থলে ম্যালেরিয়ার কারণ নির্দ্ধারণ ও চিকিৎসার জন্য বাস ক'রে ডাঃ আর, ব্যানার্জ্জি "জ্বরাঙ্কুশ" নাম দিয়ে ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার ক'রেছেন। দাম মাত্র ॥৵০ আনা। সব ঔষধের চেয়ে এই ঔষধ ভাল এ স্পর্দ্ধা আমরা করি না। তবে বুক ঠুঁকে বড় গলায় ব'লতে পারি এত সুলভে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বর, রক্তাল্পতা, কামলা প্রভৃতির উপকার হয় এমন ঔষধ বাজারে বিরল। এক শিশি ব্যবহার ক'রে এই ঔষধের উপকারিতাসহ আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করুন ইহাই প্রার্থনা। ডজন ৬৲ ছয় টাকা।

সোল এজেণ্ট :—ব্যানার্জ্জি কোং।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরবল্লী কষায়

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংস-পেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যা-পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

খোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৸০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন
এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

শুভ বিবাহ উপযোগী জামা ও কাপড়।

সকল শ্রেণীর সকল লোকের উপযুক্ত সকল রকম ফুলের নূতন নূতন ডিজাইন এর বেনারসী সাড়ী, পার্শী, বোম্বাই ও মাদ্রাজী সাড়ী, চেলি, তসর, গরদ, মটকা। সকল রকম দেশী তাঁতের কাপড়। জ্যাকেট, সেমিজ, মোজা, গেঞ্জী, রুমাল, তোয়ালে ইত্যাদি। যাঁহার যাহা আবশ্যক সমস্ত দ্রব্য একস্থানে বসিয়া একদরে পাইবেন। মূল্য বেশী কিম্বা অপছন্দ হইলে টাকা ফেরত দিয়া থাকি। মফঃস্বল অর্ডার যত্নের সহিত ভিঃ পিতে পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণলাল এণ্ড কোং মনিলাল

২০৭-৩ হ্যারিসন রোড (বড়বাজার) কলিকাতা।

দুঃখময় জীবন হয় কেন ?

পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শরীর অসুস্থ হইবার অগ্রে যদি স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিয়মগুলি জানিয়া রাখা যায়, তবে কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শরীরের প্রধান শক্তি শুক্র, উহার অপব্যবহার না করিলে শরীরও অসুস্থ হয় না, জীবনে দুঃখও পাইতে হয় না। শুক্র সতেজ থাকিলে কাজ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা জন্মে, কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিলে জীবনে কাহারও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। জীবনে অশান্তি আনয়ন করিতে যদি ইচ্ছা না থাকে তবে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" সেবন করুন। ইহা ব্যবহারে স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথাঘোরা, অকালিক ক্ষয়, শুক্রতারল্য, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া নিবারণ হয়। এই বটিকা স্ত্রীলোকের যাবতীয় ব্যাধিও উপশম করিয়া থাকে। সেবনকালে বাঁধিবাঁধি কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ইলেক্ট্রিক সল্টউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতি পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। [illegible] ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্থত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৹ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য.

অপেরীণ।

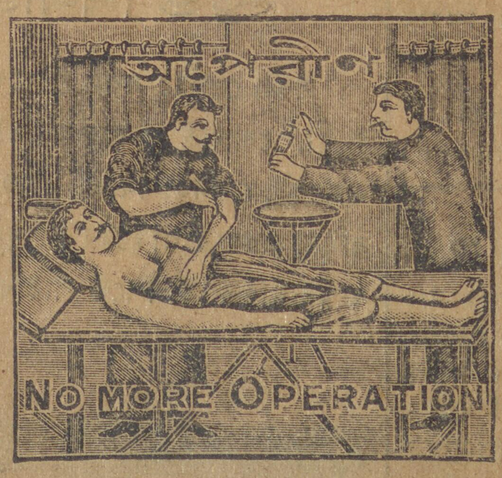

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপরেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্র